দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 7 MAR 1990
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

13

দৈনিক বাংলা

ঢাকা ঃ বুধবার, ২৩শে ফাল্গুন, ১৩৯৬ ঃ ৭ই মার্চ, ১৯৯০

সবার জন্যে শিক্ষা

থাইল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত বিশ্ব শিক্ষা সম্মেলনে চারটি জাতিসংঘ সংস্থা কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ যে ভাষণ দিয়েছেন তা কার্যত নতুন বিশ্ব গড়ার এই উদ্যোগ পর্যায়ে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বর্তমান ক্রান্তিলগ্নে কল্যাণকামী মানুষকে প্রেরণা ও শক্তি জোগাবে। আমরা এ উপলক্ষে প্রেসিডেন্ট এরশাদকে অভিনন্দন জানাই এবং তাঁর বক্তব্যের প্রতি বিশ্ব সংস্থা ও বিশ্ব নেতৃত্বের মনোযোগ আকর্ষণ করি।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ যথার্থই বলেন যে, আসন্ন একুশ শতকের উন্নত প্রযুক্তির ফায়দা পেতে হলে সবার জন্যে শিক্ষা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। মৌলিক বা বুনিয়াদি শিক্ষাটুকুও যদি অনিশ্চিত থেকে যায় শান্তি ও সাম্যের বিশ্বগঠন স্বপ্নই থেকে যাবে। যদিও এখন বিশ্বময় বিরোধ ও সংঘাতের পরিবর্তে সহযোগিতা আর সহমর্মিতা বিস্তারের এক আশাপ্রদ যুগের সূচনা ঘটেছে। এই নতুন প্রবণতার সুযোগ নিয়ে সবার জন্যে শিক্ষা নিশ্চিত করার উপযুক্ত সময় এখনই।

সংঘাত আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হ্রাস পাওয়ার ফলে উন্নত বিশ্বে সামরিক খাতে ব্যয় কমে পর্যাপ্ত উদ্বৃত্ত সম্পদ সৃষ্টি হতে চলেছে। এই সম্পদ সবার জন্যে শিক্ষা নিশ্চিত করার কাজে খাটানোর রাজনৈতিক সদিচ্ছা দাবি করে প্রেসিডেন্ট এরশাদ প্রকৃত অর্থে বিশ্বের দুর্গত মানুষের প্রত্যাশাকে প্রতিফলিত করেছেন। স্মরণীয় যে, বিশ্বের ১০০ কোটি নিরক্ষর মানুষের বিরাট অংশ দরিদ্র বিশ্বের অধিবাসী। একুশ শতকের সুন্দর ও সুখী বিশ্ব রচনার জন্যে এদের অশিক্ষার অন্ধকার থেকে উদ্ধার করা এক অপরিহার্য দায়িত্ব।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র এবং শিক্ষায় প্রশ্চাদপদ দেশের অন্যতম। প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ এই পশ্চাদপদতা কাটিয়ে ওঠার কঠোর দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ঘোষণা করার ব্যয়বহুল সিদ্ধান্ত ছাড়াও গ্রাম্য বালিকা এবং শ্রমজীবী শিশুদের শিক্ষার জন্যেও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। এই কার্যক্রম যেমন তাঁর সংকল্পবদ্ধতার প্রমাণ, তেমনি গৃহীত কর্মসূচীর অগ্রগতি তাঁর আন্তরিকতা আর নেতৃত্ব ও যোগ্যতার সাক্ষ্য।

ইউনেস্কো, ইউএনডিপি, ইনিসেফ আর বিশ্বব্যাংক এই পরিপ্রেক্ষিত সামনে রেখেই সর্বজনীন শিক্ষা প্রশ্নে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টের মতামত জানতে আগ্রহী হয়েছেন। প্রেসিডেন্ট এরশাদও যথাযথভাবে নিরক্ষরতা সমস্যার স্বরূপ আর তার সমাধানের ইঙ্গিত স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। আমরা আশা করবো বিশ্ব নেতৃবর্গ এই অভিমতকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করে নিরক্ষরতা দূর করা তথা সবার জন্যে শিক্ষা কর্মসূচীকে সফল করে তোলার উদ্যোগ নেবেন। যাতে সম্ভব হয় একুশ শতককে শিক্ষিত মানুষের শতক কিংবা সুখ ও শান্তির শতক হিসেবে চিহ্নিত করা।